১১ এপ্রিল, ২০১৭

নবান্ন অভিযান ও কেন্দ্রীয় জমায়েত
অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে শামিল হোন

প্রিয় বন্ধু,

আমরা যদি আপনার/আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করি, বলুন তো বন্ধু এই সময়ে আপনাদের সব থেকে বড় সমস্যা কি? সম্ভবত, প্রায় সকলেই এই প্রশ্নের একটাই উত্তর দেবেন। তাহল, বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া পড়ে থাকাই এখন সব থেকে বড় সমস্যা। এটা ঠিক, প্রত্যেক কর্মচারীর জীবনে হাজারো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে, আছেও। কিন্তু সাধারণ যে সমস্যাটা সকলকেই ক্রমশ কোণঠাসা করে ফেলেছে, তা হল বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া পড়ে থাকা। পরিমাণটা এই মুহূর্তে ৫৪ শতাংশ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বকেয়ার পরিমান ছিল ৪৭ শতাংশ। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা আরও ২ শতাংশ মহার্ঘভাতা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সংশোধিত বেতনক্রমের ওপর ২ শতাংশ মানে, আমাদের অসংশোধিত বেতনক্রমের ক্ষেত্রে তা দাঁড়াবে ৭ শতাংশ। ফলে বকেয়া বেড়ে হল ৫৪ শতাংশ। ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা না পাওয়া মানে, প্রতিমাসে আমাদের মূল বেতনের অর্ধেকের সমপরিমাণ বেতন আমরা কম পাচ্ছি। মহার্ঘভাতা সময়মত না পাওয়াটা যদি সবথেকে বড় সমস্যা হয়, তাহলে দ্বিতীয় বড় সমস্যাটা হল ষষ্ঠ বেতন কমিশনের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ও সংশয়। ইতিমধ্যে দু'বার বেতন কমিশনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু তারপরেও যে গতিতে বেতন কমিশনের কাজ এগোচ্ছে, তাতে কবে সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়বে আর কবে থেকে তা চালু হবে, এ নিয়ে বেতন কমিশন বা সরকার কারও কাছ থেকেই কোন সুনির্দিষ্ট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। খুব শীঘ্রই বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ করা এবং আলোচনা সাপেক্ষে কর্মচারী স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে সুপারিশগুলি কার্যকরী করার কোন ইচ্ছাই যে সরকারের নেই, তা কিছুটা বোঝা যায় রাজ্য বাজেটের দিকে চোখ রাখলেই। এবারের বাজেটে (২০১৭-১৮) বেতন ভাতা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, বর্তমান আর্থিক বছরে বেতন কমিশন চালু করার কোন অভিপ্রায় সরকারের নেই।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক সরকারের এই মনোভাবের কারণ কি? শুরুতে কর্মচারী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে যখন মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের দাবি করা হত বা সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তখন আর্থিক সংকট, ঋণের ভার ইত্যাদি বলে সরকার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। এখনতো তাও বলে না। ভাবখানা এমন যেন সরকারী কর্মচারীদের পাত্তা দেওয়ারই প্রয়োজন নেই। এরপরেও ক্ষোভ হবে না? আত্মসম্মানে ঘা লাগবে না আমাদের?

আমরা কি একবারও ভেবেছি কতরকমের দ্বি-চারিতা এই সরকারের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে? একদিকে বড় বড় হোর্ডিং লাগিয়ে দাবি করা হচ্ছে রাজস্ব সংগ্রহ ২০০-৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশ হিসেবে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশে আগের থেকে বেড়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয়

প্রকল্পে এই রাজ্যের প্রাপ্যও এখন বেশী। অথচ কর্মচারীদের দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে শুধু তাই নয়, বাজেটে বেতন-ভাতা খাতে যে টাকা বছরের শুরুতে বরাদ্দ করা হয়, বছর শেষে দেখা যায় তার সবটা খরচ করা হয়নি। গত পাঁচ বছরে এইভাবে ১০,৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে সরকার। আমাদের ১ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে সরকারের খরচ হয় ২৫ কোটি টাকা। তাহলে ৫৪ শতাংশ বকেয়া মেটাতে খরচ হত ৫৪ × ২৫ = ১৩৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ যে টাকা বাঁচানো হয়েছে, তার ভগ্নাংশ খরচ করলেই সব বকেয়া মিটে যেত। আসলে সমস্যাটা অর্থের নয়। সমস্যাটা দৃষ্টিভঙ্গির। মহার্ঘভাতা পাওয়া যাবে না, বেতন কমিশনের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকব আমরা, আর মন্ত্রীরা তাঁদের ইচ্ছে মতন ভাতা বৃদ্ধি করবেন। এই রাজ্যে এখন এটাই দস্তুর।

আবার আক্রমণটা শুধু আর্থিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। রাজ্য সরকারের একের পর এক সিদ্ধান্ত কর্মচারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদার ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। এক দপ্তরের সাথে অন্য দপ্তরকে জুড়ে দিয়ে দপ্তরের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা, হাজার হাজার শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ না করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের ভাতা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা না দেওয়া, লোকসেবা আয়োগের স্বাধিকার ভঙ্গ করে অর্থ দপ্তরের অধীনে নিয়ে আসা প্রভৃতি চূড়ান্ত জনস্বার্থ বিরোধী কাজ হয়েই চলেছে এবং এরসাথে নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব তো রয়েছেই।

আমাদের সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে উপরোক্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে বিভিন্নভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদানের পাশাপাশি সভা-সমাবেশ-মিছিল-বিক্ষোভ কোন কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকারের কর্মচারী বিরোধী অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি। যাদের কাঁধে ভর করে প্রশাসন পরিচালিত হয়, আজ তাঁরাই ব্রাত্য। ধৈর্য আর অপেক্ষার বাঁধ ভেঙ্গে আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকা অবস্থা আমাদের। অতএব ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া কোন রাস্তা নেই। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে। মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন সহ ১৩ দফা দাবিতে রাজ্য জুড়ে চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। লক্ষাধিক স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি প্রেরণ করা হবে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আর ১১ এপ্রিল, ২০১৭ হবে নবান্ন অভিযান ও কেন্দ্রীয় জমায়েত। কয়েক হাজার কর্মচারী সেদিন শামিল হবেন এই কর্মসূচীতে। অধিকার রক্ষার এই লড়াইয়ে আপনাকেও আমরা পাশে চাই।

শুভেচ্ছা সহ

বিপ্লব সাহা

(সাধারণ সম্পাদক)

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি